তারিখ 30 NOV 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৩

কালের কণ্ঠ

আজ মধ্যরাত থেকে সরকারি স্কুলে ভর্তি আবেদন শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ঢাকা মহানগরীসহ দেশের সব সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আজ বুধবার মধ্যরাত ১২টা থেকে ভর্তি আবেদন শুরু হচ্ছে। তবে যেসব উপজেলায় বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সেবা অপ্রতুল তারা ইচ্ছা করলে আগের পদ্ধতিতেই ভর্তি কার্যক্রম চালাতে পারবে। আগামী ১২ ডিসেম্বর দিবাগত রাত ১২টা পর্যন্ত অনলাইনে এই আবেদনের সুযোগ রাখা হয়েছে। তবে ইউজার আইডি প্রাপ্ত আবেদনকারীরা পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত তাদের ফি পরিশোধ করতে পারবে।

www.gsa.teletalk.com.bd এই ওয়েবসাইটে ঢুকে আবেদন করতে হবে। আবেদন ফির দেড় শ টাকা টেলিটক মোবাইলের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। আবেদনের বিস্তারিত নিয়ম ও ক্যাচমেন্ট এরিয়াসহ সব তথ্য ওয়েবসাইটে এরই মধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তর সূত্র জানায়, ঢাকা মহানগরীতে সরকারি মাধ্যমিক

▶▶ পৃষ্ঠা ৭ ক. ১

আজ মধ্যরাত থেকে সরকারি

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৫। এর মধ্যে প্রথম শ্রেণি রয়েছে ১৪টি স্কুলে। এসব স্কুলে প্রথম শ্রেণিতে আসনসংখ্যা তিন হাজারের ওপরে। সব মিলিয়ে ৩৫ স্কুলে শূন্য আসন রয়েছে প্রায় ১০ হাজার।

জানা যায়, আগের মতো এবারও ৩৫টি স্কুলকে তিনটি গুচ্ছে ভাগ করা হয়েছে। একজন শিক্ষার্থী একটি গুচ্ছের একটি স্কুলেই আবেদন করতে পারবে। আর এবারও গত বছরের মতো প্রতিটি স্কুলকেই ৪০ শতাংশ ক্যাচমেন্ট এরিয়া অনুসরণ করতে হবে। বাকি ৬০ শতাংশের মধ্যেও ১০ শতাংশ বিভিন্ন কোটার জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। 'এ' গুচ্ছের ভর্তি পরীক্ষা ১৭ ডিসেম্বর, 'বি' গ্রুপের ১৮ ডিসেম্বর ও 'সি' গ্রুপের ১৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি লটারি অনুষ্ঠিত হবে ২৪ ডিসেম্বর।

এ ছাড়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণিতে ৫০ নম্বরের এক ঘণ্টার ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হবে। চতুর্থ থেকে অষ্টম শ্রেণিতে ১০০ নম্বরের দুই ঘণ্টার পরীক্ষা নেওয়া হবে। আর জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে নবম শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণিতে বাংলা ১৫, ইংরেজি ১৫ ও গণিতে ২০ নম্বর করে মোট ৫০ নম্বরের এক ঘণ্টার এবং অন্যান্য শ্রেণিতে বাংলা ৩০, ইংরেজি ৩০ ও গণিতে ৪০ নম্বর করে মোট ১০০ নম্বরের দুই ঘণ্টার পরীক্ষা নেওয়া হবে।

মাউশি অধিদপ্তরের উপপরিচালক (মাধ্যমিক) এ কে মোস্তফা কামাল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'ইতিমধ্যে আমাদের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। আজ (গতকাল) রাজধানীর স্কুলগুলোর প্রধান শিক্ষকদের নিয়ে সভা করা হয়েছে। সেখানে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তবে সব স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ না হওয়ায় শূন্য আসনসংখ্যা সঠিকভাবে নিরূপণ করা যায়নি।'